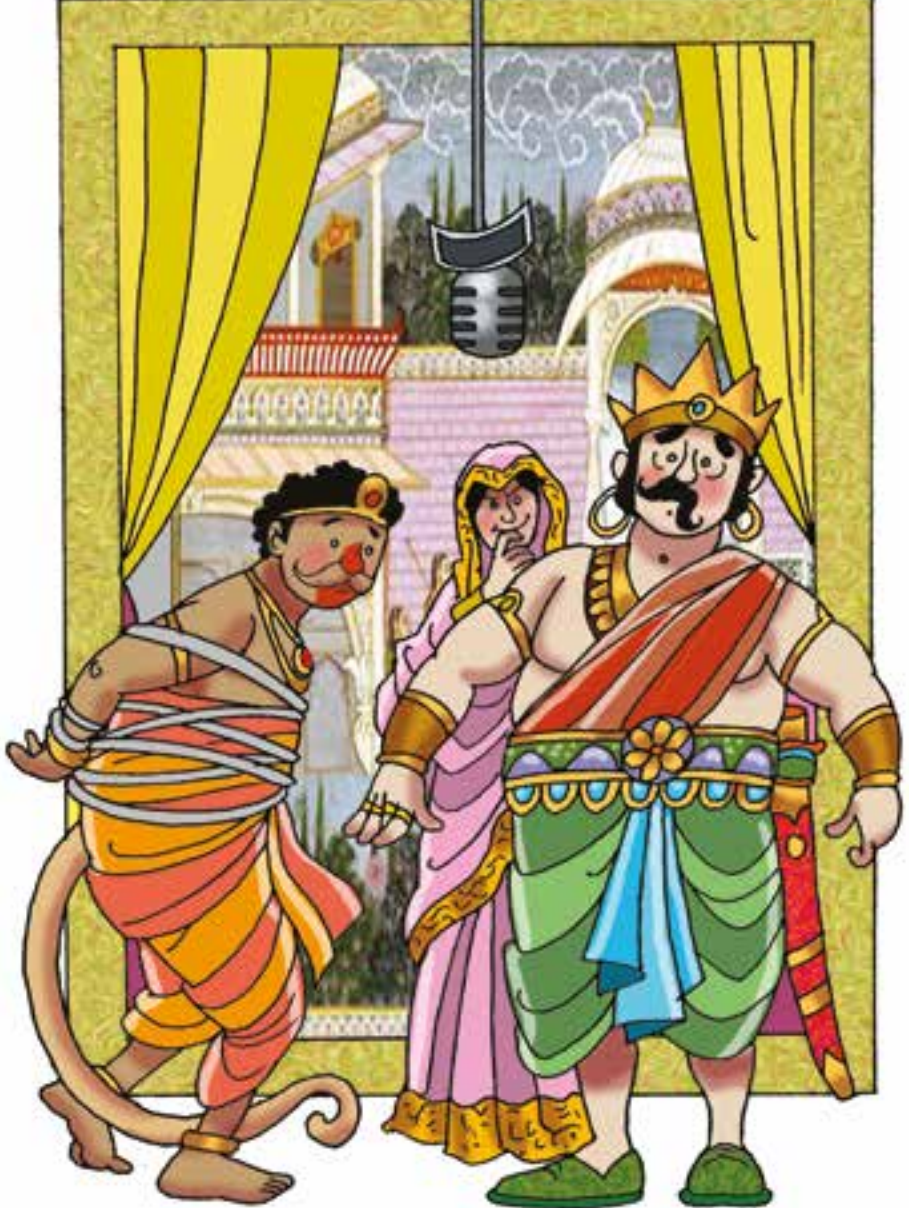




কল্পুব জগত ২

মঞ্চে চড়ে মস্করা



লেখন: সুভদ্রা সেনগুপ্ত

চিত্রাঙ্কন: তাপস গুহ

Original Story in English **'Kallu's World — Monkey Business on Stage'**
by Subhadra Sen Gupta

Illustrations: Tapas Guha

'Kallur Jagot — Monche Chode Moskora'

Bengali Translation by Swagata Sen Pillai

© Pratham Books, 2011. Some rights reserved. CC-BY 4.0

First Bengali Edition: 2014

ISBN: 978-93-5022-245-4

Typesetting and layout by:
Pratham Books, New Delhi

Printed by:
Rave India, New Delhi

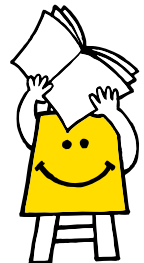
Published by:
Pratham Books
www.prathambooks.org

Registered Office:
PRATHAM BOOKS
621, 2nd Floor, 5th Main, OMBR Layout
Banaswadi, Bengaluru 560 043
T: +91 80 42052574 / 41159009

Regional Office:
New Delhi
T: +91 11 41042483



Some rights reserved. The story text and the illustrations are CC-BY 4.0 licensed which means you can download this book, remix illustrations and even make a new story - all for free! To know more about this and the full terms of use and attribution visit <http://prathambooks.org/cc>.



PRATHAM BOOKS

মঞ্চে চড়ে মস্করা



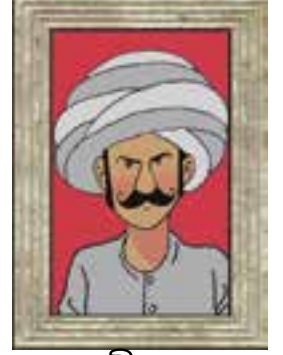
শৰ্বো



কল্লু



মুনিয়া



বদ্রীদাদা



মাস্টারমশাই



দামু



সরু

লেখন: সুভদ্রা সেনগুপ্ত

চিত্রাঙ্কন: তাপস গুহ

বাংলা অনুবাদ: স্বাগতা সেন পিল্লই



খাজুরিয়া গ্রামে রামলীলার জ্বর ধরেছে। নতুন ব্যাপার কিছুই নয়-যেমন কল্লু বলে-প্রতিবছরই এসে থাকে এই জ্বর।

বিজয়ার মাসথানেক আগে থেকে এই জ্বর শুরু হয়। যেই শ্রাবনের কালো ঘন মেঘ কেটে গিয়ে আকাশটা উজ্জ্বল নীল হয়ে চমক ধরে, বাতাসে উতসবের রোল আর সকলের মুখে মাস্টারমশাই আর রামলীলার চর্চা শুরু হয়।

গ্রামের চারি দিকে, ধরমপালের চায়ের দোকানে, তরকারীর চাষ মাঠে, মুদির দোকানে, মুটি দিদার উঠানে আর কুঁয়োর ধারে, একই প্রশ্ন হাওয়ায় উড়ছে-

"এবছর মাস্টারমশাই কী করবেন?"

কল্লু অনেক সময়ই মাস্টারমশাইয়ের প্রশংসায় বলে থাকে -
"উনি রামলীলার সর্বসর্বা - প্রস্তুতকর্তা, নির্দেশক, লেখক এবং সঙ্গীতকার-সব কিছু-আর শুধুমাত্র উনিই জানেন আমরা এবছর কী দেখবো।"

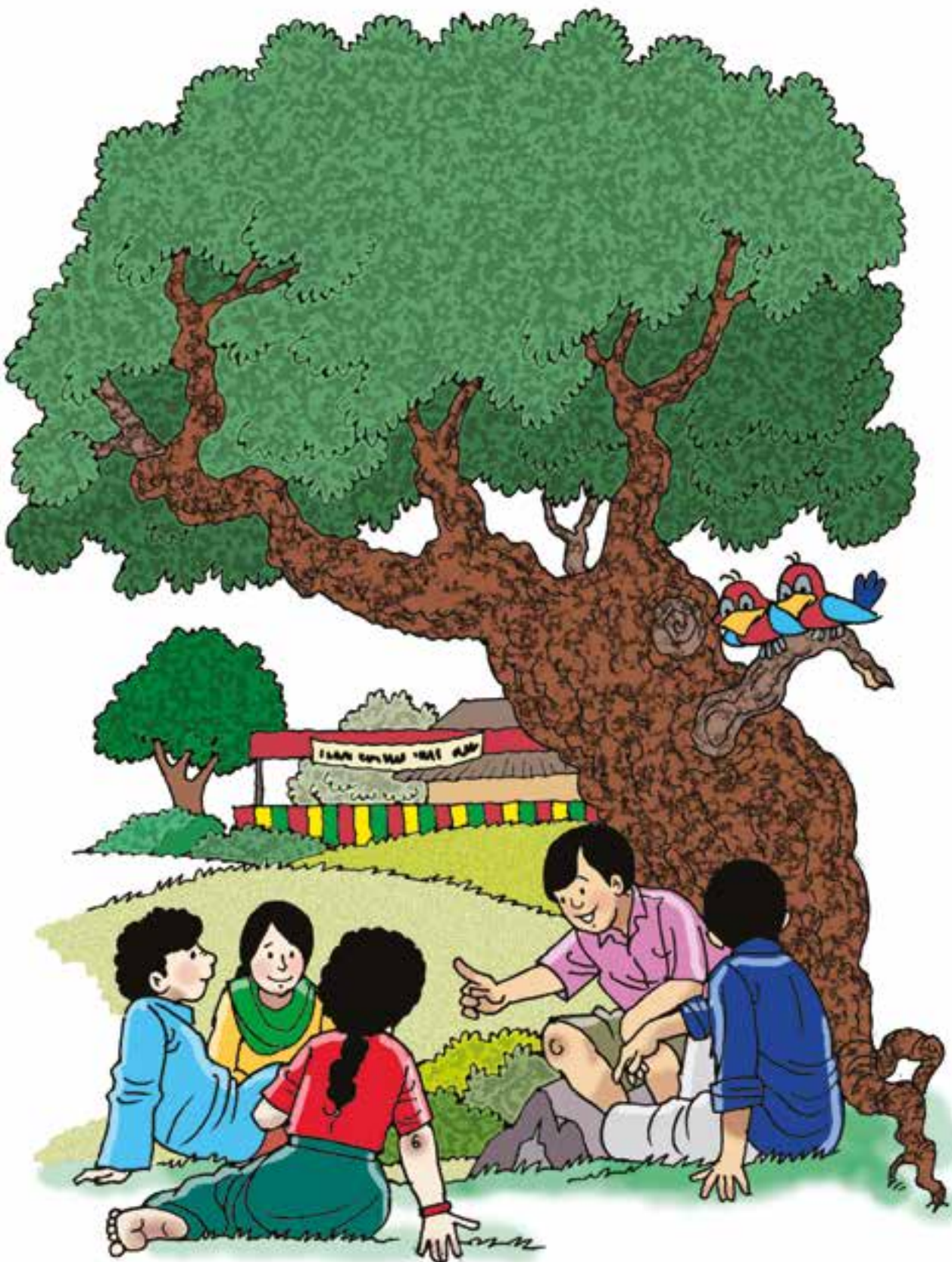
মাস্টারমশাই গ্রামের ইস্কুলের প্রধানাচার্য, এবং খাজুরিয়ার রামলীলা পার্টির নেতা-যেটা প্রতি বছর একটা কোরে অসাধারণ নাটক প্রস্তুত করে। অবশ্যই সম্পূর্ণ রামায়ন করা সম্ভব নয়-সেটা কী না বিশাল বড়ো কাহিনী, আর খাজুরিয়ায় অত অভিনেতা পাবে কোথায়? তাই মাস্টারমশাই কয়েকটা মুখ্য মুখ্য দৃশ্যের সংবাদ লিখেছেন আর তার থেকেই কয়েকটাকে বেছে নেন প্রতিবছর পুজোর সময় মঞ্চন করার জন্য। তাই খাজুরিয়া শেষ পর্যন্ত জানতেই পারতো না কোন দৃশ্যগুলি দেখানো হবে।

বদ্রীদাদা'র মোষ রাখার মাঠের কোনে একটা তাঁবু খাটানো হয়। জয় ভগবানের টেন্ট হাউস থেকে আনা কয়েকটা নড়বড়ে টেবিল দিয়ে একটা স্টেজ তৈরী হয়। দর্শকেরা বসে মাটিতে পাতা মাদুর আর গালিচার উপর আর এখন যেহেতু গ্রামে বিদ্যুত সংযোগ আছে, মঞ্চে আলো দেওয়ার জন্য গ্যাসের বাতির সাথে সাথে ইলেকট্রিক বল্ব ও জ্বালানো হয়।

রিহাসালের প্রথম দিন থেকেই কল্লু এবং তার দল ইস্কুলের আসে-পাশেই ঘুর ঘুর করতে থাকে, এই আশায় যে মাস্টারমশাই হয়ত তাদের কিছু করতে দেবেন। কল্লুর দলে আছে ওর বোন মুনিয়া, ভাই শব্বো, ওর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু দামু আর তার বোন সৰু। দিনের পর দিন, ওরা এমন মনোযোগ সহকারে বসে বসে রিহাসাল দেখতো যে শেষে ওরা সকলের ডায়লগ একেবারে মুখুস্ত বলতে পারতো।

প্রতি বছর মাস্টারমশাই সীতা স্বয়ম্বরের মত দৃশ্য তোলেন, যাতে রামের ধনুষ ভাঙ্গার রোমাঞ্চকর ঘটনা আছে; তারপর কৈকেয়ী আর মন্ত্রার রামকে বনবাসে পাঠানোর ষড়যন্ত্র আর দশরথের দুঃখে মৃত্যু। মুনিয়ার সবচেয়ে প্রিয় দৃশ্য ছিলো লক্ষণের সূৰ্পনখার নাক কেটে ফেলা আর রাবণের সীতা হরণ। তার পর ছিলো হনুমানের লক্ষা দহন আর অবশেষে রাবন, কুম্ভকর্ণ আর মেঘনাদের রাম, লক্ষণ, হনুমান আর বানরসেনার সাথে দারুণ যুদ্ধের দৃশ্য।

এবছর ওদের ঘেংটি পাড়া কাজে দিয়েছে আর মাস্টারমশাই কল্লু, দামু আর শব্বোকে বানর সেনায় সম্মিলিত করতে রাজি হয়েছেন। ওরা শেষের দৃশ্যে অংশ গ্রহণ করছে আর



তার জন্য ওদের হাফ প্যান্ট পরতে হবে, বাঁদরের মতো মেক-আপ নিতে হবে আর লম্বা লম্বা লেজ লাগাতে হবে। কী মজাই না হয় যখন ওরা লাফালাফি করে টিনের তৈরী গদা আর তরোয়াল ঘুরিয়ে যুদ্ধের ভান করে। দেখে দেখে দুই মেয়ে -মুনিয়া আর সরু হিংসায় জ্বলে যায়!

"কীঝঝই বোকা বোকা!" সরু গোমড়া মুখে ইস্কুলে যাওয়ার পথে একদিন সকালে বললো। "মেয়েরা কেনো রামলীলায় ভাগ নিতে পারে না?"

"গতকাল 'সীতা'কে দেখেছিলি?" মুনিয়া জিজ্ঞেস করলো।

"ছেলেটা কল্লুদা'র ক্লাসে পড়ে আর ওর গোঁফ গজাচ্ছে..."

"আর ওর গলা কেমন বার বার ভাঙ্গছিলো," সরু খুকখুকিয়ে বললো। "আমার সত্যিই মনে হয় বিল্লো কাকী সীতা হিসেবে একেবারে দারুন লাগবেন।"

"হ্যাঁ, সত্যিই! এখন ওনার বর ধরমকাকা যদি রাম হতে পারেন, উনি সীতা হতে পারেন না কেনো শুনি?"

"উনি ত' মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞেসাও করেছিলেন, কিন্তু উনি বললেন যে যদি আসল মহিলাদের ভাগ নিতে দেন তাহলে খাজুরিয়া পাঞ্চায়ত রামলীলা বন্ধই করে দেবে, ধ্যাত!" সরু বিরক্তিতে মাথা নাড়লো।

"যাই হোক, আজ বদ্রীদা'র বড়ো দৃশ্য!" মুনিয়া আনন্দে একটু লাফিয়ে নিলো, "আমার তর সহিছে না।"

কল্লু আর ওর বন্ধুদের জন্য বদ্রীর মতো অভিনেতা হয়ই

না-পাগলা মোষচালক যে সব সময় হনুমানের অভিনয় করে। বেঁটে আর মোটা, একমাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, বিরোট বুনো গোঁফ, বড়ো বড়ো গোল গোল চোখ আর গমগমে আওয়াজ। যখন ও মঞ্চে, গটগটিয়ে এদিক ওদিক হাঁটাহাঁটি করে জোর গলায় ডায়লগ বলে, রাম লক্ষণও যেন ফ্যাকাশে হয়ে যান ওর সামনে।

কল্লু আর ওর দলের মতে, ওই দৃশ্যটা যেখানে হনুমান রাবণকে অপমান করে আর তারপর গোটা লক্ষা পুড়িয়ে ফেলে-সেটা হলো একেবারে সুপার হিট দৃশ্য। মাস্টারমশাই এমন সাংঘাতিক ডায়লগ লিখেছেন রাবণ আর হনুমানের যে দর্শকেরা একেবারে মুগ্ধ হয়ে নিঃশব্দে শোনে।

সেদিন বিকালবেলায় এদের দল তাঁবুতে পৌঁছে গেলো সন্ধ্যার আগে। বদ্রী'র মোষগুলো কাছেই বাঁধা ছিলো আর দামু বললো যে গোবরের উপর দিয়ে নাকি তাদের 'হাই জাম্প' করে যেতে হবে।

"সামনে থেকে দ্বিতীয় সারি আর একেবারে মাঝা মাঝি। দারুন!" বললো শব্বো, আনন্দে গালিচার উপর বসতে বসতে।

"যাক, কাল আমাদের আর জায়গা ধরতে হবে না," বললো কল্লু, মুনিয়া আর সরুকে একটু খেপিয়েই মুচকি হেঁসে।

"আমরা ছেলেরা তো মঞ্চে হবো।"

"হাঃ।" মুনিয়ার কোঁকড়া চুল দুলে উঠলো। "তোমরা বোকার মতন লাফালাফি করা ছাড়া করো কী, আর মুখ ফুটে বলার মতো তোমাদের কারো কাছে ডায়লগই নেই!"

"আর শব্ধকে ত' মেঘনাদ মেরেই ফেলবে আর ও তখন মরা গাছের মত হাঁ করে পীঠের উপর পড়ে থাকবে নীচে," হাঁসতে হাঁসতে বলে উঠলো সৰু।

"জানিস, মরার পাঁট করতে গেলে কত' অভিনয় করতে হয়?" শব্ধা মান বাঁচাতে ব্যস্ত। "আমায় কী ধীমে ধীমে নিশ্বাস নিতে হয় আর চোখ এক্কেবারে জোরে বন্ধ করে রাখতে হয়!"

"হ্যাঁ বাবা, তোমায় খাজুরিয়ার সবচাইতে উত্তম মৃত বানর পুরস্কার দাওয়া হবে।" দামু হেঁসে বললো।

সূর্যাস্তের সাথে সাথে তাঁবুটাও ভরে আসতে লাগলো। মঞ্চার পেছনে সে কী ব্যস্ততা, সকলেই পোষাক পরছে আর মেক-আপ লাগাচ্ছে। ধরমপালের আজ ছুটি কারণ রামের কাজ ছিলো না এই দৃশ্যে, তাই উনি বদ্রী'র চেহারা হনুমানের রং চড়াতে ব্যস্ত।

"আহ, এই গোঁফটা কেটে ফেললেই পারো বদ্রী," উনি বললেন। "কী অদ্ভুত লাগে। ফিল্মে আর টিভিতে হনুমান এক্কেবারে দাঁড়ি গোঁফ ছাড়া।"

"গায়ের রং করে দাও আর কেউ টেরও পাবে না," বদ্রী গজগজ করে বললো। "আমি কাটবো না! এক্কেবারে না-ভেবোই না!" তার পর ডায়লগের কাগজটাকে মুখের সামনে ধরে চোখ কুঁচকে দেখতে দেখতে বললো, "কেনো যে মাস্টারমশাই প্রতি বছর ডায়লগ পাল্টান কে জানে?"

"উনি শিল্পী, আর সব শিল্পীরাই পাগল এমনিতেই। এই বছর ভারত মিলাপের দৃশ্যে উনি রাম আর ভরত কে দিয়ে গান

গাওয়াতে চেয়েছিলেন" বললেন ধরমপাল।

"গান?" বদ্রী আবার বললো কথাটাকে।

"হ্যাঁ! এই ধরনের কিছু একটা-ব্রাত্ প্রেম অমর রইবে।
...কিছু কিছু।...আর কিছু কিছু।..." ধরমপাল হেঁসে
ফেললো।

"কিন্তু তুমি ত' গাইতেই পারো না" বললো বদ্রী।

"ওই ত'! আর লাটুও পারে না, আর ও হলো ভরত! দু
দিন উনি অনেক চেষ্টা করলেন আমাদের গান গাওয়াতে
আর শেষে হাল ছাড়লেন। ভাগ্যিস!" ধরমপাল নিশ্চিন্তে
বললেন।

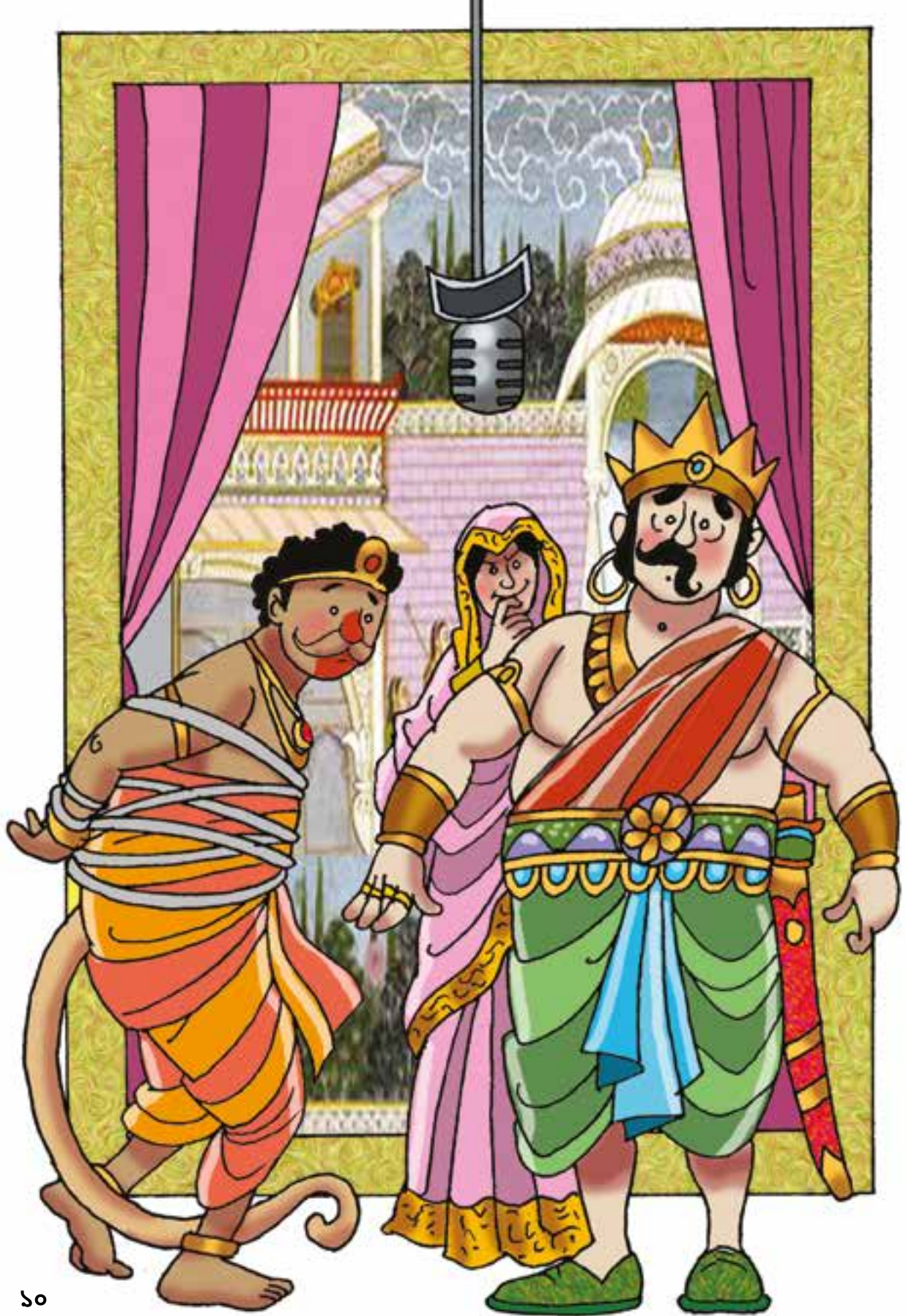
হঠাত বদ্রী উঠে বসে চিত্কার করে ডাকতে শুরু করলো-
এত' জোরে যে ধরমপাল আঁতকে উঠলো, "মাস্টারমশাই!
মাস্টারমশাই!"

"কী হলো?" মাস্টারমশাই ঘাবড়ে দৌড়ে এলেন।

"আপনি রামের জন্য গান লিখলেন আর হনুমানের জন্য
নয়? আর আমি কিনা গাইতেও পারি!" বললো বদ্রী।

"আরে বাছা!" মাস্টারমশাই মুখে একটা পান ঠুসে বললেন,
"হনুমান গায় না।"

"আর তুমি গাইবেই বা কী?" বদ্রী'র নাকটাকে টকটকে
লাল রাঙাতে রাঙাতে ধরমপাল জিজ্ঞাসা করলো। "হনুমান-
রাবণের শত্রুতা অমর হউক?"



"হেঃ হেঃ। ...হো হো..." মাস্টারমশাই পানের পীকের ছিঁটা ছড়াতে ছড়াতে হেঁসে বেরিয়ে গেলেন।

ধরমপাল সম্বলে বদ্রী'র উজ্জ্বল হলুদ হাফ প্যান্টে লেজ লাগাতে লাগাতে আর খেয়াল করলেন না, বদ্রী-হনুমানের ধূসর চেহারায় ভাবুক ভঙ্গিমা...

ঘন্টাখানেক পর, পর্দা টেনে দেখা গেলো লক্ষায় রাবনের রাজসভা, আর সে কী আড়ম্বর - গালিচা, পর্দা, সিংহাসন দিয়ে সাজানো, সব জয় ভগবানের দোকানের দেন। জয় ভগবান যেহেতু গ্রামের সবচেয়ে মোটা মানুষ, ও কুম্ভকর্ণ হবে।

বেশ চলছিলো দৃশ্যটা আর দর্শকেরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বসেছিলো। ছোট লাল, গ্রামের পালোয়ান সেজেছে রাবণ, আর নারায়ণ, যে ক্লাস টেনে পড়ে, গোলাপী রঙের জরি দাওয়া সাড়ি পরে হয়েছে মন্দদরী। রাবণের ফোলা ফোলা পেশী, ঘন ভুরু, গোল করা গোঁফ আর বড়ো বড়ো চোখ সাক্ষাত রাবনের মতই ভয়াবহ ছিলো। একমাত্র অসুবিধে ছিলো যে ছোটো কিছুতেই ডায়লগ মনে রাখতে পারতো না।

"মাস্টারমশাই কী কষ্টই না পেয়েছেন ছোটেকে ওর সংবাদ মুখস্ত করাতে" দামু ফিসফিস করে বললো। "সব গুলিয়ে ফেলে।"

"আর তার পর মাস্টারমশাই সমস্যার সমাধান পেলেন" ফিক করে হাঁসলো কল্লু।

সবাই ওর দিকে চেয়ে জিপ্তোস করলো, "কী করে?"

"নারায়ণের ঠোঁটের দিকে তাকা, ও ছোটেকে সব বলে দিচ্ছে। মাস্টারমশাই ওকে মন্ডদরী আর রাবন, দুজনেরই লাইন মুখস্ত করিয়েছেন!" আবার ফিসফিসিয়ে বললো কল্লু।

"কী বুদ্ধি!" প্রশংসায় দীর্ঘশ্বাস ফেললো মুনিয়া।

"এই আসছে!" বলে উঠলো সরু উত্তেজনায় ছটফট করতে করতে, যেই রাক্ষসেরা হনুমানকে টানতে টানতে মঞ্চে তুললো। সকলে আগ্রহে সামনে ঝুঁকে বসলো, হনুমানের উপর চোখ স্থির, যে মোটা মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধা কিন্তু তবু অহংকারে মাথা তুলে রাবনের দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে।

"কে এটা?" মন্ডদরী ছোটেকে ইঙ্গিত দিলো চুপিসাড়ে।

"মমম..." রাবণ ওর দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে, শুনে, তার পর জোর গলায় বললো, "এটা কে?"

একটা রাক্ষস এগিয়ে এলো। "আমরা ওকে অশোক বনে ধরেছি মহারাজ! ও সীতা দেবীর সাথে কথা বলছিলো।"

"কী..." ইঙ্গিত দিলো মন্ডদরী।

"কী!" চোঁচিয়ে এক লাফে উঠে পড়লো রাবণ-হঠাত তার সব ডায়লগ মনে পড়ে গেছে। "ও সেখানে ঢুকলো কী করে? ওখানে করছিলটা কী শুনি?" রাগে হাত নেড়ে বললো সে।

মুনিয়া একটু হেঁসে দিলো আর তার পর যেই দর্শকেরা রাবণের মুখ দেখতে পেলো, একে একে সকলেই হাঁসতে শুরু করলো। হাত নাড়াতে গিয়ে রাবণ তার নকল গোঁফ এক কোন থেকে খুলে দিয়েছে, আর সেটা এখন কালো কেঁচোর

মতো দুলে রয়েছে ওর ঠোঁটের উপর।

কল্পু যেখানে বসে আছে সেখান থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মাস্টারমশাই উদ্ভান্ত হয়ে হাত নেড়ে নেড়ে দেখাচ্ছেন রাবণের মুখের দিকে।

নিজের ডায়লগ শুরু করার উপক্রমে, হনুমান দর্শকদের দিকে অবাক হয়ে তাকালো। এইটা একটা গম্ভীর দৃশ্য। ওরা হাঁসছে কী বলে?

"এই, কী হলো?" জিজ্ঞেসা করলো সে অন্ধকারে পিটপিটিয়ে।
"তোরা হাঁসছিস কেনো?"

"রাবণের গোঁফ পড়ে গেলো যে বদ্রীদা!" কেউ দয়া করে ওকে জানিয়ে দিলো।

"ওহো! সরি!" রাবণ ঘাবড়ে গিয়ে একটু আঁতকে উঠে তাড়াতাড়ি গোঁফটাকে জায়গায় লাগিয়ে ঘামাক্ত চেহারা মন্দদরী'র দিকে ফিরিয়ে, "এর পর কী বলি আমি?"-ভুলে ভুলে ফিস ফিস না করে জোরেই জিজ্ঞেসা করে ফেললো আর সবাই আবার হেঁসে উঠলো!

মঞ্চার ধারে মাস্টারমশাই কপকপ করে পান চিবিয়ে যাচ্ছেন ক্রমাগত আরো বেগে...

"বলো তুমি কে...চোর বান্দর!" মন্দোদরী যথারীতি ইঙ্গিত দিলো।

"কী?" রাবণ তখনও একটু ঘাবড়েই আছে "ওহ ঠিক ঠিক! বলো তুমি কে...চোর বান্দর!" অবশেষে ও হনুমানের দিকে ফিরে বললো, "কোথা থেকে এসেছো?"

"এইবার!" শব্দে ঝুঁকে পড়ে শুনছে, "আমার প্রিয় ডায়লগ।"

মাস্টারমশাই কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ছন্দে সংবাদ লিখেছেন আর যেখানে হনুমান রাবনকে নিজের পরিচয় দেয়, সেই কাব্য শব্দে'র মতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যে একটি। আর বদ্রী'র অভিনয় তা সবসময় অসাধারণ!

ও সটানটান লম্বা হয়ে, বুক চাপড়ে রেগে জিজ্ঞেস করে, "চোর বান্দর? তুমি কে হে আমায় তা ডাকার? জানো আমি কে?" আর তার পর দর্শকমুখি হয়ে শব্দে'র মুখস্থ কবিতা বলতে শুরু করে:

আমি রামঠাকুরের চেলা, হনুমানকে করিস হেলা-

ওহে রাবণ বলবান দাঁড়া টানবো যে তো'র কান

সেখানে একটা নাটকীয় বিরাম দিয়ে, আবার বুক চাপড়ে গমগমাট স্বরে বলে উঠবে...

আমি পবনপুত্র হনুমান!!

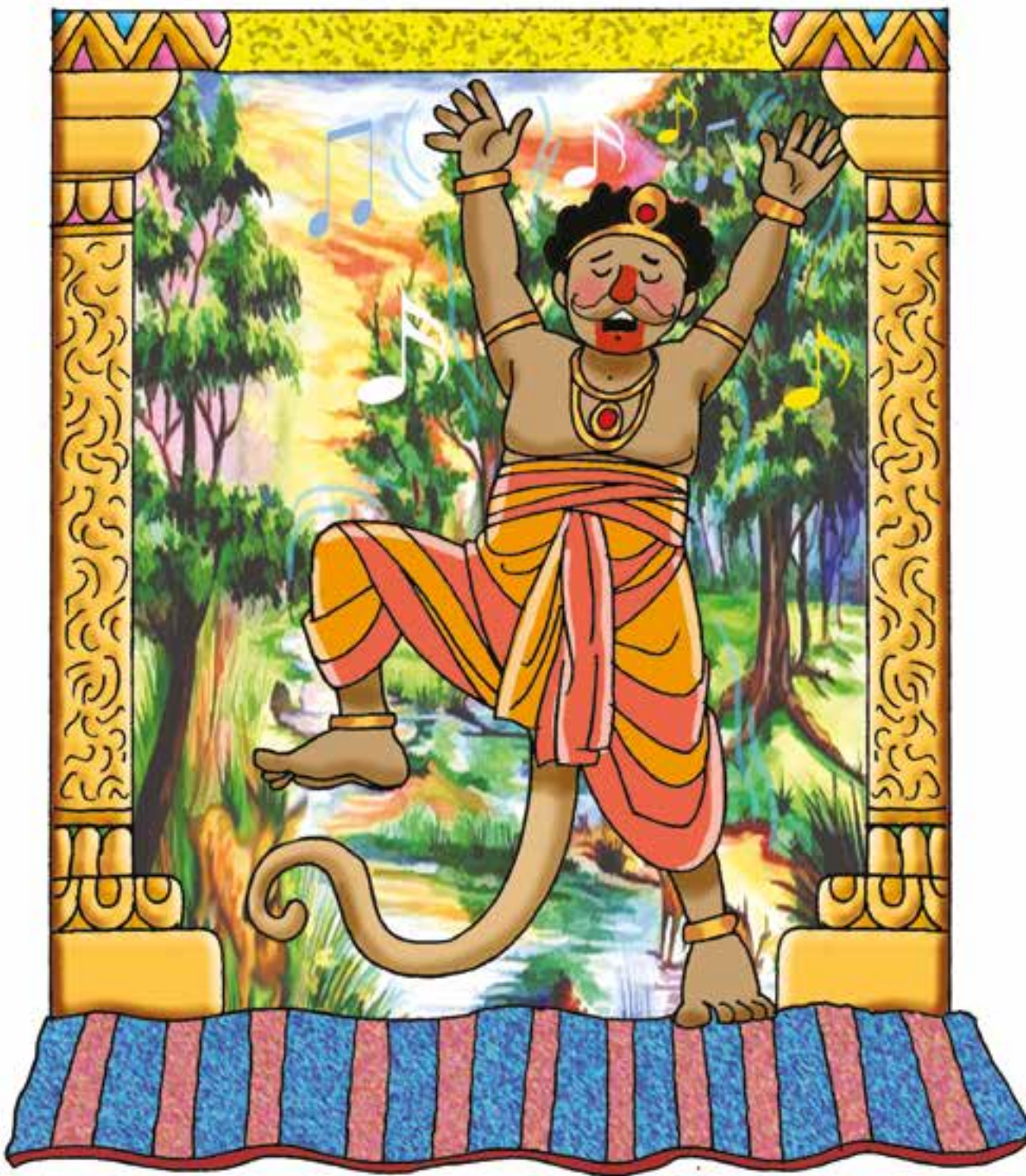
ওরা নিশ্বাস ধরে অপেক্ষা করছে, হনুমান রাবণের দিকে চোখ রাঙিয়ে বললো, "জানো আমি কে?" দর্শকদের দিকে ফিরে গলা খাঁকাড়ি দিয়ে হঠাত বদ্রী গাইতে শুরু করলো!

"আমি রামঠাকুরের চেলা ...আ...আ।"

"ও গাইছে?" আশ্চর্যে সরুর চোখ বিরাট বড়ো হয়ে গেলো।

"হনুমানকে করিস হেলা ...আ...আ...আ।"

হনুমান গেয়ে চলেছে...



"ভালো গাইছে তো!" কল্লু আনন্দে কুল পাচ্ছে না। "বদ্রীদা সত্যি গাইতে পারে দেখি।"

পর্দার পাশে মাস্টারমশাই যেন বিদ্যুতের চমক খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রধান নায়ক বদ্রীকে গাইতে শুনে যাচ্ছেন, আচম্বে পান চিবোতেও ভুলে গেছেন।

বদ্রী গাইছে, উপরে চোখ তুলে আর ফিল্মের নায়কের মত হাত তুলে। ওর সুরটা বেশ মনোরম আর দর্শকেরাও তালি বাজাতে শুরু করলো, নারায়ণও নাটকের কথা ভুলে গিয়ে তালে তাল মিলাতে লাগলো। একটা রাফস কোমর দুলিয়ে এমন মজার নাচ নাচতে শুরু করলো! বদ্রীর মুখে একটা চাপা হাঁসি দেখা দিলো, আর আনন্দে মাথা নেড়ে ও ঠিক করলো পুরো গানটা আবার গাইবে!

শেষের লাইনে পৌঁছে ও দর্শকদের ইঙ্গিত করলো ওর সাথে গাইতে আর গেয়ে বললো, "আমি পবন পুত্র..."

আর সমস্ত দর্শক সমস্বরে চৈঁচিয়ে বললো, "হনুমা... আ... আ... ন!"

বাইরের মাঠের থেকে বদ্রীর অনুগত মহিষের দল সমবেত কণ্ঠে বলে উঠলো, "হাম্বা...হাম্বা..."

ক্লান্ত-শ্রান্ত বাড়ির পথে যেতে যেতে কল্লু একটা বড়ো, আনন্দিত নিশ্বাস ছেড়ে বললো, "কী দারুন সুপার হিট রামলীলাই না ছিলো।"





Read India

প্রথম বুক্ শুরু হয় ২০০৪ সালের জাতীয় ‘রিড ইন্ডিয়া’ অভিযানের অংশ হিসাবে। যার উদ্দেশ্য ছিল শিশুদের মধ্যে বই পড়ার উৎসাহ জাগিয়ে তোলা। প্রথম বুক্ একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান যার নিজের উদ্দেশ্য বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় উচ্চ স্তরের শিশুপাঠ্য বই প্রকাশ করা।

‘প্রতিটি শিশুর হাতে একটি বই’ দেখতে পাওয়া ও সকল শিশুদের জন্য

পড়ার আনন্দ সমানভাবে উপলব্ধ করাই আমাদের একান্ত প্রয়াস।

যাঁরা এই প্রচেষ্টায় আমাদের সাহায্য করতে উৎসুক তাঁরা এই

ই-মেলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন:

info@prathambooks.org



সুভদ্রা সেনগুপ্ত ছোটদের জন্য অনেক বছর ধরে লিখছেন। তাঁর সবচাইতে ভালো লাগে ইতিহাসের গল্প লিখতে। তিনি নতুন নতুন জায়গা দেখতে আর মানুষদের নিয়েও লিখতে ভালবাসেন। আর ওনার ভালো লাগে রহস্য কাহিনী। ভালো ভালো খাবারের প্রতি তাঁর দুর্বলতা আছে।



তাপস গুহ বাচ্চাদের চিত্রশিল্পী হিসেবে বিখ্যাত। উনি সবচাইতে ভালোবাসেন কমিক বই আর পশুদের গল্পের জন্য ছবি আঁকা। ওনার আঁকা চিত্র পাকিন, প্রথম বুক্, স্কলাস্টিক, রুপা এবং অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের ছাপা বইগুলিতে প্রাচুর্যে দেখা যায়।

খজুরিয়াম আপনাদের স্বাগত জানাই -যে গ্রামে কল্লু আর তার দল প্রায় দিনই নিজেদের মজার কীর্তি করে থাকে। কখনো তারা গ্রামের পরম্পরা নিয়ে প্রশ্ন তোলে, কখনো উত্পীড়ক ছেলেদের সামনে উঠে দাঁড়ায় বা শুধুমাত্র নিজেদের রোজকার কাজে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু কল্লু আর তার দল সবকিছুর জন্য তৈরী। ওদের সাথে থেকে দেখুন ওরা কেমন বড়ো হয়, বুদ্ধি গজায়, আর আনন্দে গ্রামে ঘুরে বেড়ায় নতুন কর্মের খোঁজে, আর দেখুন ওরা কী কী খুঁজে পায়।

পুজোর ছুটি আর মাস্টারমশাইয়ের বার্ষিক রামলীলা নাটকের পালা। এইবার মাস্টারমশাই রামায়ণে কী নতুন রঙ্গ আনবেন? পড়ে দেখো।

পড়তে শেখা - ধাপে ধাপে। এই বইটি ৪ স্তরের অন্তর্গত।

পড়ার শুরু/পড়ে শোনানো

খুব ছোট শিশুদের জন্য - যারা পড়তে শুরু করতে চায় আর গল্প শুনতে ভালবাসে।

১

পড়তে শেখা

সেই সব শিশুদের জন্য যারা কিছু জানা শব্দ চিনতে পারে আর সাহায্য পেলে নতুন শব্দ পড়তে পারে।

২

স্বচ্ছন্দে পড়া

একটু বড় শিশুদের জন্য যারা নিজেরাই স্বচ্ছন্দে পড়তে পারে।

৪

৩

নিজে পড়া

সেই সব শিশুদের জন্য যারা নিজে-নিজে পড়তে তৈরী হয়ে উঠেছে।



PRATHAM BOOKS

প্রথম বুক্স একটি
অলাভজনক প্রতিষ্ঠান যা
বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায়
শিশুপাঠ্য পুস্তক প্রকাশ
করে, যাতে শিশুরা বই
পড়তে ও ভালবাসতে শেখে।

www.prathambooks.org

Monkey Business on Stage

(Bengali)

MRP: ₹ 35.00

ISBN 978-93-5022-245-4



9 789350 222454